লালমাটির দুই কিশোরের অনবদ্য ‘গোল’

স্টাফ রিপোর্টার : লালমাটির দেশে একটা মোটরগাড়ি গেলে তা দেখতে ভিড় করেন হাজারো বাসিন্দা। এমনই প্রত্যন্ত গ্রাম। ঝাড়গ্রামের নুনিয়া আর মুরানশোল। নিয়ন আলো তো দূরঅস্ত, হ্যাজাক লণ্ঠনও নেই অনেক বাড়িতে।

১৭৩ কিলোমিটার উজিয়ে সে গ্রামেরই রোহিত মাণ্ডি আর মহাদেব বাগল এসে পড়েছিল শহর কলকাতার ঝাঁ-চকচকে স্কুলে। সাউথ পয়েন্ট। পেল্লায় বিল্ডিং। অভিজাত সহপাঠী। চারপাশে অনর্গল ইংরেজি উচ্চারণ। দুই কিশোরের কৌতূহলী চোখ দেখেছিল এক নতুন দুনিয়া। ভয় পায়নি। তাদের বাপ-ঠাকুরদা স্কুলের গণ্ডি পেরোননি। তাদেরই সিবিএসই দশম মানের মার্কশিটে জ্বলজ্বল করছে ৮৩.৫ আর ৭৪ শতাংশ। গ্রামের দুই কিশোরের এমন কৃতিত্বে ভিড় উপচে পড়েছে মাণ্ডি আর মহাদেবের খড়ের চালায়। “এবার আর কলকাতার বাবুরা নয়, আমাদের গ্রামের ছেলেই মোটরগাড়ি চড়ে আসবে।” বলছে ঝাড়গ্রামের দুই আদিবাসী পাড়া।

সালটা ২০১৫। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরে চোখে

মহাদেব বাগল

রোহিত মাণ্ডি

পড়ে রোহিত আর মহাদেব। সে সময় তারা গ্রামের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে। দুই কিশোরের চোখে জীবনে কিছু করার ইচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন। নজর এড়ায়নি মমতার।

“শহরে গিয়ে পড়বে?” মুখ্যমন্ত্রীর এক প্রশ্নে মাথা নাড়িয়েছিল দুই আদিবাসী। যারা আদুল গায়ে ফুটবল পেটাত। হাত ধরে তাদের শহরে এনেছিলেন মমতা। ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলে। যে স্কুলের মূল মন্ত্র ‘শেখার সাহস’। সে স্কুলে এসে শহুরে সভ্যতার সঙ্গে যুঝতে পারার সাহস পেয়েছিল রোহিত ও মহাদেব। কলকাতায় তাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল সরকারি হস্টেলে। খাতাবই কিনে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল সাউথ পয়েন্ট। সেদিন ঝাড়গ্রাম সফরে বাংলা কবিতা মুখস্থ শুনিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। মমতাও যে ঠিক চিনেছিলেন লুকানো প্রতিভা, তারও প্রমাণ মার্কশিটেই। বাংলায় মহাদেবের প্রাপ্ত নম্বর ৯৭ আর রোহিতের ৯০।

সাউথ পয়েন্টের প্রিন্সিপাল রূপা স্যানাল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই দুই কিশোরের লড়াইয়ের শরিক হতে পেরে তাঁরাও গর্বিত। লড়াই? “অবশ্যই। যে গ্রামে তারা থাকত সেখানে ইলেকট্রিক নেই। খালি পায়ে স্কুলে যেত। সেখানে কলকাতার সাউথ পয়েন্টে ক্লাসে ইংরেজিতে পঠন পাঠন হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে এত ভাল নম্বর নিয়ে আসা তো একটা লড়াইয়েরই শামিল।”

জানিয়েছেন প্রিন্সিপাল। এই দুই কিশোরের সঙ্গেই ছিল সম্ভাব্যময় আরও ৯। তারা এখন সাউথ পয়েন্টেরই দশম শ্রেণিতে পড়ে।

সহপাঠীরাও জানিয়েছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে ওরা এলেও যতটা সম্ভব সহজ করে তারা মিশেছে ওই দুই কিশোরের সঙ্গে। শিক্ষকরাও সব সময় তাদের বলতেন, “দেখো এমন কোনও ব্যবহার কোরো না যেন ওরা নিজেদের তোমাদের থেকে আলাদা মনে করে।” খেলাধুলা বরাবরই প্রিয় তাদের। স্কুলের সমস্ত স্পোর্টস ইভেন্টে তারা নাম দিত। প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, দুজনেই সাউথ পয়েন্টের একাদশ শ্রেণিতে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তাদের পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব সাউথ পয়েন্ট স্কুলের।

Sambad Pratidin 18 July 2020